সাধু আম্ব্রোজ লিখিত

ঐশরহস্যগুলি প্রসঙ্গ

সাধু বেনেডিক্ট মঠ
২০০৯

প্রথম প্রকাশ ৭ই ডিসেম্বর ২০০৯
সাধু আম্ব্রোজ পর্ব

অনুবাদ © সাধু বেনেডিক্ট মঠ

প্রকাশনা © সাধু বেনেডিক্ট মঠ
মহেশ্বরপাশা, খুলনা
বাংলাদেশ

ঐশরহস্যগুলি প্রসঙ্গ

দীক্ষাস্নানের পূর্ববর্তী ধর্মক্রিয়া সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষা

১। কুলপতিদের কর্মকীর্তি বা প্রবচনমালার আদেশগুলো পাঠ করতে করতে আমরা ধর্মনীতি সংক্রান্ত দৈনিক শিক্ষা প্রদান করে এসেছি, যেন তাঁদের দ্বারা গঠিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে তোমরা প্রবীণদের পথে প্রবেশ করতে, তাঁদের জীবনপথে চলতে ও ঐশবচনগুলি পালন করতে অভ্যস্ত হতে পার; যাতে করে দীক্ষাস্নান দ্বারা নবীভূত হয়ে দীক্ষাস্নাতদের যোগ্য জীবনাচরণ দেখাতে পার।

২। এখন এমন সময় উপস্থিত, যা রহস্যগুলি সম্বন্ধে কথা বলতে ও সাক্রামেন্তগুলির আসল প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে আমাদের আহ্বান করে। তেমন কিছু যদি অদীক্ষিতদের কাছে দীক্ষাস্নানের আগেই ব্যক্ত করতে সিদ্ধান্ত নিতাম, তাহলে, আমরা মনে করি, ব্যাখ্যা করার চেয়ে বরং এ শিক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করতাম। তাছাড়া এ কথাও বলা বাঞ্ছনীয় যে, হালকা কোন উপদেশ আগে না দেওয়া থাকলে তবেই রহস্যগুলির স্বয়ং আলো অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে শ্রোতাদের মনে অধিক উজ্জ্বলতর ভাবেই প্রবেশ করবে।

৩। অতএব কান খোল ও অনন্ত জীবনের সেই সুগন্ধ ঘ্রাণ কর, যা সাক্রামেন্তগুলি-দানে তোমাদের শ্বাসে প্রবিষ্ট হয়েছে। তেমন কথা আমরা তখনই প্রতীকাকারে তোমাদের দেখিয়েছিলাম, যখন কান-উন্মোচন-রহস্য উদ্‌যাপন করে বলেছিলাম, *এফ্‌ফাথা, অর্থাৎ খুলে যাও*, যাতে যারা অনুগ্রহের কাছে এগিয়ে আসতে উদ্যত হচ্ছিল, তারা এক একজন জানতে পারত তাকে কী প্রশ্ন করা হবে, ও মনে রাখতে পারত কী উত্তর দিতে হবে।

৪। আমরা যেমন পড়ে থাকি, খ্রীষ্ট তেমন রহস্য সুসমাচারে তখনই উদ্‌যাপন করলেন, যখন সেই কালা ও বোবা মানুষকে নিরাময় করলেন। তিনি কিন্তু তার মুখ স্পর্শ করেছিলেন, কেননা যাকে তিনি নিরাময় করছিলেন সে ছিল বোবা ও একজন পুরুষ: অর্থাৎ, একদিকে [বোবা হওয়াতে] সেই মানুষ যেন সঞ্চারিত কণ্ঠস্বর দিয়ে নিজ মুখ খুলতে পারত, অপর দিকে তাঁর স্পর্শ করাটাই একজন পুরুষের প্রতি মানাত, একজন নারীর প্রতি মানাত না।

৫। এরপর তোমার কাছে পরমপবিত্রস্থান উন্মুক্ত হল, ও তুমি নবজন্মের পুণ্যালয়ে প্রবেশ করলে। তোমাকে যা প্রশ্ন করা হয়েছিল, তা জপ করতে থাক, তুমি যে উত্তর দিয়েছিলে, তা স্মরণে রাখ। তুমি দিয়াবলকে ও তার সমস্ত কর্ম, এবং সংসার ও তার সমস্ত ললুপতা ও অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করেছিলে। তোমার কণ্ঠ মৃতদের সমাধিস্থানে নয়, জীবিতদের গ্রন্থেই রাখা আছে।

৬। [দীক্ষাকুণ্ডের ধারে] তুমি লেবীয়কে দেখেছিলে, যাজককে দেখেছিলে, মহাযাজককে দেখেছিলে। দৈহিক চেহারা নয়, সেবা-পদের অনুগ্রহই লক্ষ কর। স্বর্গদূতদের সামনেই তো তুমি কথা বলেছিলে, যেমনটি লেখা আছে, *যাজকের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করে, ও তাঁর মুখ থেকে মানুষ বিধানেরই অন্বেষণ করে, কারণ তিনি সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণীদূত।* এব্যাপারে ভুল করা চলবে না, অস্বীকার করাও চলবে না যে, যিনি খ্রীষ্টের রাজ্য ও অনন্ত জীবনের সংবাদ দেন, তিনি বাণীদূত। চেহারার জন্য নয়, ভূমিকার জন্যই তাঁর বিচার কর: চিন্তা কর তিনি তোমাকে কী দিলেন, তাঁর দেওয়া দায়িত্বের কথা ভাব, তাঁর পদ মেনে নাও।

৭। তারপর তোমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনবার জন্য প্রবেশ ক'রে (যাকে তুমি, ধরা হয়, মুখোমুখিই প্রত্যাখ্যান করেছ) তুমি পুব দিকে ফিরেছিলে, কারণ দিয়াবলকে যে প্রত্যাখ্যান করে, সে খ্রীষ্টের দিকেই ফেরে, তাঁকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই লক্ষ করে।

আমরা জল ও পবিত্র আত্মা থেকেই নবজন্ম গ্রহণ করি

৮। [দীক্ষাকুণ্ডের ধারে] তুমি কী দেখেছিলে? জল দেখেছিলে বটে, কিন্তু কেবল জল নয়; অনুষ্ঠান চালাতে লেবীয়েরাও ছিলেন, প্রশ্ন করতে ও অভিষিক্ত করতে মহাযাজকও ছিলেন। সর্বপ্রথমে প্রেরিতদূত তোমাকে এ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, *দৃশ্য বিষয়ের দিকে নয়, অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখা দরকার, কারণ যা দৃশ্য তা*

ক্ষণস্থায়ী, *কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী।* অন্যত্র তুমি একথা পড়তে পার যে, *ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।* এজন্য স্বয়ং প্রভুও বললেন, *তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কর্মেই বিশ্বাস রাখ।* তাই তুমি বিশ্বাস কর যে সেখানেই তাঁর ঈশ্বরত্বের উপস্থিতি। তুমি কি তাঁর কর্মে বিশ্বাস কর, অথচ তাঁর উপস্থিতি বিশ্বাস কর না? কেমন করে কর্ম পরেই আসবে, যদি না আগে উপস্থিতিই এসে থাকে?

৯। তথাপি ভেবে দেখ এ রহস্য কতই না প্রাচীন ও জগৎসৃষ্টি থেকেই নানা পূর্বপ্রতীকে প্রদর্শিত। সেই আদিতে, যখন ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী গড়লেন, তখন—লেখা আছে—*আত্মা জলরাশির উপরে চলাফেরা করছিলেন।* যিনি চলাফেরা করছিলেন, তিনি কি সেই জলরাশির উপরে ক্রিয়াশীল ছিলেন না? আমি কিন্তু কেন 'ক্রিয়াশীল' কথাটা বলব? তাঁর উপস্থিতির দিক দিয়ে তিনি তো চলাফেরাই করছিলেন। চলাফেরা করছিলেন যিনি, তিনি কি ক্রিয়াশীল ছিলেন না? জগৎসৃষ্টি হতে হতে তিনি যে ক্রিয়াশীল ছিলেন, একথা তুমি তখনই স্বীকার কর, যখন নবী তোমাকে বলেন, *প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের আত্মা দ্বারাই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব।* নবীয় সাক্ষ্যদান এ কথা দু'টোর ভিত্তি, তথা তিনি চলাফেরা করছিলেন, আবার তিনি ক্রিয়াশীল ছিলেন। তিনি যে চলাফেরা করছিলেন, একথা মোশীই বললেন; আর তিনি যে ক্রিয়াশীল ছিলেন, এবিষয়ে দাউদই সাক্ষ্য দিলেন।

১০। অন্য একটা সাক্ষ্য ধর। নিজের সমস্ত শঠতার ফলে সমস্ত মাংস বিকৃত ছিল। তিনি বলে চলেন, *আমার আত্মা মানুষদের মধ্যে থাকবেন না, কারণ তারা মাংসমাত্র।* এতে ঈশ্বর দেখান, মাংসের কলুষ ও পাপের গুরুতর কালিমার দরুন ঐশআত্মার অনুগ্রহ দূরে চলে যায়। তাই ঈশ্বর যা কিছু দিয়েছিলেন, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করে জলপ্লাবন ঘটালেন ও সেই ধর্মিষ্ঠ নোয়াকে জাহাজে উঠতে আদেশ দিলেন। জলপ্লাবন শেষে তিনি প্রথমে সেই কাকটা ছাড়লেন যা ফিরল না, পরে সেই কপোত ছাড়লেন যা—শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে—জলপাইগাছের শাখা মুখে করে ফিরে এল। তুমি তো জল দেখতে পাচ্ছ, কাষ্ঠ দেখতে পাচ্ছ, কপোত দেখতে পাচ্ছ, অথচ রহস্যটির বিষয়ে কি সন্দেহ কর?

১১। জলেই মাংস ডোবানো হয় যাতে মাংসের সমস্ত পাপ ধৌত হতে পারে। সেই জলেই লজ্জাকর সমস্ত কিছু সমাহিত। কাষ্ঠেই প্রভু যীশু বিদ্ধ হলেন যখন আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন। হ্যাঁ, তুমি নবসন্ধিতে শিখেছ, কপোতের আকারেই সেই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন, যিনি তোমার প্রাণে শান্তি ও তোমার মনে স্থৈর্য্য সঞ্চার করেন। কাকটা হল সেই পাপের প্রতীক যা বাইরে চলে গিয়ে আর ফেরে না যদি তুমিও তোমার অন্তরে ধর্মময়তা রক্ষা কর ও সেই অনুসারে আচরণ কর।

এ সমস্ত কিছু প্রতীকাকারেই ঘটল

১২। তৃতীয় একটা সাক্ষ্যও রয়েছে, যেভাবে প্রেরিতদূত তোমাকে এবিষয়ে শিক্ষাদান করে বলেন, *আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন।* উপরন্তু মোশী নিজে তাঁর সেই গীতিকায় বলেন, *তুমি যেই ফুৎকার দিলে সাগর তাদের ঢেকে দিল।* তুমি তো উপলব্ধি কর যে, হিব্রুদের সেই যে সমুদ্র-পারাপারেও যেখানে মিশরীয়েরা মরল ও হিব্রুরা ত্রাণ পেল, পবিত্র দীক্ষাস্নানের প্রতীক পরিলক্ষিত ছিল; আর প্রকৃতপক্ষে এই সাক্রামেন্তে দৈনন্দিন আমাদের কী শিক্ষা দেওয়া হয়, একথা ছাড়া যে, দণ্ড নিমজ্জিত হয়, ভুল ধ্বংসিত হয়, কিন্তু ভক্তি ও নিরপরাধিতা অক্ষুণ্ন হয়ে পার হয়!

১৩। তুমি তো একথা শোন যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা একটি মেঘের নিচে, এমনকি মঙ্গলকারীই একটি মেঘের নিচে ছিলেন। মেঘটি মঙ্গলকারী ছিল যেহেতু মানবীয় ভাবাবেগের অগ্নিদাহ শীতল করে দিল। আবার এজন্যও মেঘটি মঙ্গলকারী, যেহেতু তাদেরই উপর ছায়া ছড়িয়ে দেয়, পবিত্র আত্মা যাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। অবশেষে সেই মেঘ কুমারী মারীয়ার উপর অধিষ্ঠান করল ও পরাৎপরের শক্তি তাঁর উপর ছায়া ছড়িয়ে দিল

যখন সেই কুমারী মানবজাতির মুক্তির জন্ম দিলেন। আর সেই অলৌকিক কাজ মোশীর মধ্য দিয়ে প্রতীকাকারে ঘটেছিল। ফলে ঐশআত্মা যখন প্রতীকে উপস্থিত ছিলেন, তখন কি তিনি বাস্তব সত্যে উপস্থিত হবেন না? শাস্ত্রও তো তোমাকে বলে: *মোশী দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে।*

১৪। মারায় উৎসারিত জল তিক্ত ছিল: মোশী তার মধ্যে এক টুকরো কাঠ দিলেন, তাতে জল মিষ্ট হয়ে উঠল। কেননা প্রভুর ক্রুশের প্রচারবাণী ছাড়া ভাবী পরিত্রাণের পক্ষে জলের কোন উপকারিতা নেই; কিন্তু পরিত্রাণদায়ী ক্রুশ-রহস্য দ্বারা পবিত্রিত হলেই জল আত্মিক প্রক্ষালনের জন্য ও পরিত্রাণদায়ী পানপাত্রের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং মোশী, অর্থাৎ নবী যেমন সেই উৎসারিত জলে সেই কাঠ দিয়েছিলেন, তেমনি যাজক এ জলকুণ্ডে প্রভুর ক্রুশের প্রচারবাণী দেন, তাতে জল অনুগ্রহদানের উদ্দেশে মিষ্ট হয়ে ওঠে।

১৫। তাই তুমি কেবল দেহের চোখে বিশ্বাস করো না: যা অদৃশ্য তা অধিক দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ দেহের চোখে যা দৃষ্টিগোচর তা অস্থায়ী, যা অদৃশ্য তা কিন্তু চিরস্থায়ী। আর চোখের কাছে যা উপলব্ধ নয়, তা কিন্তু অন্তর ও মনের কাছে অধিক দৃষ্টিগোচর।

১৬। অবশেষে তুমি যেন এইমাত্র শোনা রাজাবলির পাঠ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠ। সেই নামান সিরিয়ার মানুষ ছিলেন, তাঁর কুষ্ঠ ছিল, আর কেউই তাঁকে সারিয়ে তুলতে পারত না। তখন বন্দিদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে একথা বলল যে, ইস্রায়েলে এমন এক নবী আছেন যিনি কুষ্ঠরোগের অশুচিতা থেকে তাঁকে মুক্ত করতে পারবেন। শাস্ত্রে বলে, সোনা ও রুপো সঙ্গে করে তিনি ইস্রায়েলের রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর আসার কারণ শুনে রাজা পোশাক ছিঁড়ে ফেলে একথা বললেন যে, তেমন যাচ্না যখন রাজ-অধিকারের বাইরে, তখন সেই যাচ্না তাঁর পক্ষে অতিরিক্তই একটা পরীক্ষা। এলিসেয় কিন্তু রাজাকে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর কাছেই সেই সিরিয়াবাসীকে পাঠান, তিনি যেন জানতে পারেন যে ইস্রায়েলে ঈশ্বর আছেন। তিনি এলে এলিসেয় তাঁকে যর্দন নদীতে সাতবার ডুব দিতে আদেশ করলেন।

১৭। তখন সেই লোক মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর মাতৃভূমির নদীগুলোর এমন শ্রেয় জল আছে যার মধ্যে তিনি বারবারই ডুব দিলেও কখনও কুষ্ঠ থেকে প্রক্ষালিত হননি; আর একথা স্মরণে তিনি নবীর আদেশ মানছিলেন না। কিন্তু দাসদের অনুরোধ ও যুক্তির জোরে তিনি সম্মত হয়ে ডুব দিলেন। তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হয়ে উঠে তিনি এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে, মানুষ যে প্রক্ষালিত হয়, তা জলের নয়, অনুগ্রহেরই গুণে।

১৮। এখন তুমি উপলব্ধি কর 'বন্দিদের মধ্য থেকে সেই মেয়েটি' যে কে। যুবতীটি হল বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত জনসমাবেশ, অর্থাৎ প্রভুর সেই জনমণ্ডলী যা একসময় পাপের দাসত্বে অবনমিতা ছিল: সেসময় সে অনুগ্রহের মুক্তির অধিকারী ছিল না, আর তার পরামর্শ মত অবোধ সেই বিজাতীয়েরা নবীর সেই বাণী শুনল যা আগে সন্দেহই করত। তথাপি পরবর্তীকালে তারা যখন বিশ্বাস করল যে নবীর সেই বাণী পালন করা দরকার, তখন পাপের যত কলুষ থেকে ধৌত হল। তারা রোগমুক্ত হবার আগে সন্দেহ করেছিল; তুমি ইতিমধ্যে রোগমুক্ত হয়েই উঠেছ বিধায় তোমার পক্ষে সন্দেহ করা আদৌ উচিত নয়।

পবিত্রাত্মা ছাড়া জল শুচি করতে অক্ষম

১৯। এজন্যই তোমাকে আগে বলা হয়েছে, তুমি যা দেখ তা-ই কেবল বিশ্বাস করবে না, পাছে তুমিও বলতে: 'এ কি সেই মহারহস্য, *যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কানও শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়েও প্রবেশ করেনি?* আমি সেই জল দেখতে পাচ্ছি যা প্রতিদিনও দেখতে পেতাম; তবে কি এই জল, যার মধ্যে বারবার ডুব দিলেও আমি কখনও শুচি হইনি, এই জলই কি আমাকে শুচি করবে?' এতেই জেনে নাও যে, ঐশআত্মা ছাড়া জল শুচি করতে পারে না।

২০। আর এজন্যই তুমি পড়েছ যে, দীক্ষাস্নানে *তিন সাক্ষী একমত:* জল, রক্ত ও আত্মা, কারণ তিনটির একটিকে বাদ দিলে দীক্ষাস্নান-সাক্রামেন্ত আর থাকে না। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া জল-ই বা কী? তা

সাধারণ একটা পদার্থ, সাক্রামেন্ত ক্ষেত্রে যার কোন কার্যক্ষমতা নেই! অন্য দিকে জল ছাড়াও নবজন্মের রহস্য থাকে না, কারণ *জল ও আত্মা থেকে নবজন্ম না নিলে কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।* কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীও প্রভু যীশুর সেই ক্রুশে বিশ্বাসী যা দ্বারা সেও চিহ্নিত, তবু *পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে* দীক্ষাস্নাত না হলে সে পাপমোচন পেতে পারে না, আত্মার অনুগ্রহদানও লাভ করতে পারে না।

২১। তাই সেই সিরিয়াবাসী বিধানের ব্যবস্থাকালে সাতবারই জলে ডুব দিয়েছিলেন, তুমি কিন্তু ত্রিত্বের নামে দীক্ষাস্নাত হয়েছ। তুমি যা করেছ তা স্মরণ কর: পিতাকে স্বীকার করেছ, পুত্রকেও স্বীকার করেছ, আত্মাকেও স্বীকার করেছ। অনুক্রমটা পালন করে থাক! এ বিশ্বাসে তুমি জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করেছ, ঈশ্বরের কাছে পুনরুত্থান করেছ, ও জগতের সেই পদার্থে তথা জলেই একপ্রকারে সমাহিত হয়ে পাপের কাছে মৃত্যুবরণ করে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থিত হয়েছ। অতএব বিশ্বাস কর: জল অক্ষম নয়।

২২। এজন্যই তোমাকে বলা হয়েছিল: *বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রভুর দূত জলকুণ্ডে নেমে এলে জল কেঁপে উঠত; আর জল কেঁপে ওঠার পর যে কেউ প্রথম জলকুণ্ডে নামত, সে যে রোগে-ই ভুগত না কেন, তা থেকে মুক্তি পেত।* এই যে জলকুণ্ড যার মধ্যে প্রতি বছর একজন সেরে যেত, তা যেরুসালেমেই ছিল। কিন্তু দূত না নেমে আসা পর্যন্ত কেউই সেরে উঠত না। দূত নেমে আসতেন বটে, কিন্তু জল কেঁপে উঠত যাতে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারত যে দূত নেমে এসেছিলেন। অবিশ্বাসীদের কারণেই জল কেঁপে উঠত। তাদের বেলায় একটা চিহ্ন, তোমার বেলায় বিশ্বাস। তাদের বেলায় নেমে আসতেন দূত, তোমার বেলায় পবিত্র আত্মা; তাদের বেলায় একটা সৃষ্টবস্তু কেঁপে উঠত, তোমার বেলায় সেই খ্রীষ্টই ক্রিয়াশীল যিনি সৃষ্টির প্রভু।

২৩। সেসময় একজন মাত্রই রোগমুক্তি পেত, এখন সকলেই নিরাময় হয়; বা আরও সূক্ষ্মভাবে কথা বলতে গিয়ে, নিরাময় হয় একজন মাত্রই তথা সেই খ্রীষ্টসমাজ। প্রকৃতপক্ষে কয়েকজনের বেলায় জলও ছলনার ব্যাপার! কেননা অবিশ্বাসীদের দীক্ষাস্নান নিরাময় করে না, ধৌতও করে না, বরং কলুষিতই করে। ইহুদীরা থালাবাতি ও পানপাত্র জলে ডুবিয়ে শুদ্ধ করে থাকে কেমন যেন চেতনাশূন্য বস্তুগুলো দণ্ড বা অনুগ্রহ পাবার সক্ষম হত! তুমি কিন্তু চেতনাপূর্ণই তোমার পানপাত্র জলে ডুবিয়ে শুদ্ধ কর, কেননা তার মধ্যে তোমার শুভকর্ম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ও তোমার অনুগ্রহের বিভা দীপ্তিময় হয়। কেননা সেই জলকুণ্ড এমন প্রতীক ছিল, যাতে তুমি বিশ্বাস করতে পারতে যে, ঈশ্বরের শক্তি এই জলকুণ্ডে নেমে আসে।

২৪। অবশেষে, সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকও [সেই মেষ-জলকুণ্ডের ধারে] একটি মানুষের অপেক্ষায় ছিল। কুমারী-জাত প্রভু যীশু ছাড়া সেই মানুষ আর কেইবা হতে পারে? তাঁরই আগমনে প্রতীকটা কয়েক জনকেই মাত্র আর সারিয়ে তোলে না, প্রকৃত বাস্তবতাই বরং নিখিল মানবজাতিকে সারিয়ে তোলে। সুতরাং তিনিই সেই প্রতীক্ষিতজন যাঁর নেমে আসার কথা ছিল, ও যাঁর বিষয়ে পিতা ঈশ্বর দীক্ষাগুরু যোহনকে বলেছিলেন, *যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন।* এবিষয়ে যোহন সাক্ষ্যদান করে বলেছিলেন: *আমি দেখেছি, আত্মা কপোতের মত স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন।* এবং পবিত্র আত্মা কোন্ কারণেই বা কপোতের মত নেমে এলেন, একারণ ছাড়া যে, তুমিও যেন দেখতে ও জানতে পার যে, ধর্মপ্রাণ নোয়া জাহাজ থেকে যে কপোত ছেড়েছিলেন, সেই কপোতটা এই কপোতেরই প্রতীক ছিল—অর্থাৎ কিনা সাক্রামেন্ত যে কি প্রকার, তা তুমি যেন চিনে নিতে পার!

২৫। হয়তো তুমি এবিষয়ে আপত্তি তুলে বলবে, যে কপোতকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু সেটি সত্যকার একটি কপোত ছিল, এবং পবিত্র আত্মা কপোতের মতই নেমে এলেন, সেহেতু এ কেমন হতে পারে যে এবিষয়ে আমরা বলি, সেখানে একটা সাদৃশ্য ছিল কিন্তু এখানে বাস্তবতাই রয়েছে, যখন গ্রীক ভাষায় লেখা আছে যে আত্মা কপোতের মতই নেমে এলেন? কিন্তু সেটি কি ততখানিই বাস্তব ছিল যতখানি সেই ঈশ্বরত্বই বাস্তব যিনি চিরস্থায়ী? আসলে সৃষ্টবস্তু প্রকৃত বাস্তবতা হতে পারে না, তার একটা সাদৃশ্যই মাত্র হতে পারে যা সহজে ধ্বংসিত বা পরিবর্তিত হতে পারে। আরও, যারা দীক্ষিত হয়েছে, যেহেতু তাদের সরলতা সাদৃশ্য অনুসারে নয় বরং বাস্তবতা অনুসারেই সরলতা হওয়া চাই (কেননা প্রভু একথা বলেছিলেন, *তোমরা সাপের মত সতর্ক ও*

কপোতের মত সরল হও), সেহেতু এ সত্যিই উপযুক্ত হল যে তিনি কপোতের মত নেমে এলেন, যাতে করে আমাদের এ উপদেশ দিতে পারেন যে, আমাদের কপোতের মত সরলতা থাকা উচিত। আর সাদৃশ্য বলতে যে বাস্তবতাও বোঝাতে পারে, এবিষয়ে আমরা খ্রীষ্ট সম্পর্কে এ পড়ি যে, *সাদৃশ্যের দিক দিয়ে তিনি মানুষের মত আবির্ভূত হলেন*, এবং পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে এ পড়ি যে, *সাদৃশ্যের দিক দিয়ে আপনারা তাঁর চেহারা কখনও দেখেননি*।

২৬। এখনও সন্দেহ করার আর কীবা আছে? সুসমাচারে সুস্পষ্ট কণ্ঠে সেই পিতা নিজেই তোমার কাছে ঘোষণা করে বলছেন: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন।* যাঁর উপর পবিত্র আত্মা কপোতের মত নিজেকে প্রকাশ করলেন, সেই পুত্র নিজেই ঘোষণা করছেন। যিনি কপোতের মত নেমে এলেন, সেই পবিত্র আত্মা নিজেই ঘোষণা করছেন। সেই দাউদ নিজেই ঘোষণা করছেন, *প্রভুর কণ্ঠস্বর জলরাশির উপরে বিরাজিত, গৌরবের ঈশ্বর বজ্রনাদ করেন, প্রভু বিপুল জলরাশির উপরে বিরাজিত।* শাস্ত্র নিজেই তোমার কাছে সাক্ষ্য দান করে বলে যে, যেরুব-বায়ালের প্রার্থনায় আগুন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল, ও এলিয়ের প্রার্থনায় এমন আগুন প্রেরিত হয়েছিল যা যজ্ঞ পবিত্রিত করল।

২৭। ব্যক্তিবিশেষের গুণ নয়, যাজকদের পদেরই কথা বিচার-বিবেচনা করে দেখ। আর যদি গুণের কথা ধর, তবে এলিয়কে যেভাবে পরিগণিত কর, সেই পিতর ও পলের গুণও সেভাবে পরিগণিত করবে, যাঁরা প্রভু যীশুর কাছ থেকে এ রহস্য গ্রহণ করে আমাদের কাছে সম্প্রদান করে গেছেন। প্রাচীনদের কাছে দৃশ্য আগুন প্রেরিত হত তারা যেন বিশ্বাস করতে পারত; আমরা কিন্তু যারা বিশ্বাস করি, সেই আগুন আমাদের অন্তরে অদৃশ্যভাবেই ক্রিয়াশীল—তাদের বেলায় প্রতীকাকারে, আমাদের বেলায় ঘোষণা গুণে। তাই তুমি বিশ্বাস কর যে, যাজকদের প্রার্থনায় আহূত হয়ে সেই প্রভু যীশুই উপস্থিত যিনি বলেছিলেন: *যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।* ফলে মণ্ডলীই যেখানে থাকে, রহস্যগুলিই যেখানে থাকে, মহত্তর কারণে সেইখানে তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজের উপস্থিতি মঞ্জুর করেন।

২৮। তাই তুমি [দীক্ষাকুণ্ডে] নেমে গেছিলে। নিজের উত্তর স্মরণ কর: অর্থাৎ, তুমি পিতায় বিশ্বাস কর, পুত্রে বিশ্বাস কর, পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস কর। তুমি তো বলনি, 'আমি বড়জন, মেঝজন ও কনিষ্ঠজনে বিশ্বাস করি;' বরং নিজের কণ্ঠ দ্বারা তুমি এতেই নিজেকে আবদ্ধ করেছ যে, তুমি যেরূপে পিতায় বিশ্বাস কর সেরূপে পুত্রে বিশ্বাস কর, ও যেরূপে পুত্রে বিশ্বাস কর সেরূপে আত্মায় বিশ্বাস কর—একটামাত্র ব্যতিক্রম বজায় রেখে যে, ক্রুশের কথা কেবল প্রভু যীশুর বেলায় বিশ্বাসের বিষয়বস্তু।

দীক্ষাস্নানের পরবর্তী ধর্মক্রিয়া সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষা

২৯। এরপর [জল থেকে বেরিয়ে এসে] তুমি যাজকের কাছে আরোহণ করেছিলে। এর পরে কী ঘটেছে তা বিবেচনা করে দেখ। তোমার কি তাই ঘটেনি, যা দাউদ বললেন, *যেমন মাথায় সেই উৎকৃষ্ট তেল যা দাড়ি বেয়ে, আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে?* এ হল সেই তেল যা বিষয়ে সলোমনও বলেছিলেন, *ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি তেলের মতই তোমার নাম; এজন্য যুবতীরা তোমাকে ভালবাসে।* হে প্রভু যীশু, কতগুলো প্রাণ আজ নবায়িত হয়ে তোমাকে ভালবেসে বলল: *তোমার পিছু পিছু আমাকে আকর্ষণ কর! তোমার পোশাকের সুবাসের পিছনে ছুটে যাব।* তারা পুনরুত্থানেরই সুবাসের আকাঙ্ক্ষা করছিল।

৩০। তেমনটি কেনই ঘটে তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর, *কারণ প্রজ্ঞাবানের কপালেই তো চোখ থাকে।* আর এজন্যই তেল দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, যাতে তুমি যৌবনেরই অনুগ্রহ লাভ কর; আবার তেল আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, যাতে তুমি মনোনীত, যাজকীয় ও মূল্যবান জাতি হতে পার। কেননা আমরা সকলে আত্মার অনুগ্রহে তৈলাভিষিক্ত হই যাতে ঈশ্বরের রাজ্য ও যাজকত্ব রূপে গঠিত হতে পারি।

৩১। তুমি জলকুণ্ড থেকে বেরিয়ে উঠেছিলে: সুসমাচারে যা পাঠ করা হয়েছিল, তা স্মরণ কর। কেননা আমাদের প্রভু যীশু সুসমাচারে তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। যখন তিনি পিতরের কাছে এলেন, তখন

পিতর বললেন, *আপনি আমার পা কখনও ধুয়ে দেবেন না!* তিনি রহস্যটি উপলব্ধি করতে পারলেন না বিধায়ই সেবা-কর্মটা অস্বীকার করলেন, কেননা তিনি ভাবছিলেন যে, তিনি যদি ধৈর্যের সঙ্গে প্রভুর সেবা গ্রহণ করতেন, তাহলে দাসের বিনম্রতা নষ্ট হত। প্রভু তাঁকে উত্তরে বলেছিলেন, *আমি তোমাকে ধৌত না করলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই।* তেমন কথা শুনে পিতর উত্তরে বলেছিলেন, *প্রভু, আমার পা শুধু নয়, হাত ও মাথাও ধুয়ে দিন।* তখন প্রভু উত্তরে বলেছিলেন, *যে স্নান করেছে, তার ধৌত হওয়ার আর প্রয়োজন নেই, সে সর্বাঙ্গেই শুদ্ধ।*

৩২। পিতর শুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে পা ধৌত করা দরকার ছিল, কেননা তিনি ছিলেন সেই প্রথম মানুষের পাপের উত্তরাধিকারী, যাকে সেসময় সাপ উল্টিয়ে দিয়েছিল ও ভুল করতে প্ররোচিত করেছিল। কাজেই তাঁর পা দু'টো ধৌত করা হল, যাতে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সেই পাপকর্ম হরণ করা হয়: কেননা দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমাদের সমস্ত পাপের মোচন ঘটে।

৩৩। একইসময় এবিষয়ও লক্ষ কর যে, রহস্যটি বিনম্রতার সেবা-কর্মেই প্রকাশ পায়, কেননা খ্রীষ্ট বলেন, *প্রভু ও গুরু হয়ে আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন* মহত্তর কারণে তোমাদেরও *পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত।* বাস্তবিকই, যখন পরিত্রাণের স্বয়ং সাধক নিজের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তখন তাঁর দাস এই আমাদের পক্ষে আর কতই না উচিত আমাদের বিনম্রতা ও বাধ্যতার সেবা-কর্ম অর্পণ করা!

৩৪। এরপর তুমি শুচিশুভ্র পোশাক গ্রহণ করেছিলে, যাতে প্রমাণিত হয় যে তুমি পাপের খোসা থেকে বেরিয়ে এসেছ ও সেই নিরপরাধিতার শুচি কাপড় পরিধান করেছ যা বিষয়ে নবী বলেছিলেন: *হিসোপ দিয়ে আমার উপর জল ছিটিয়ে দাও, তবেই শুদ্ধ হব; আমাকে ধৌত কর, তবেই তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব।* কেননা যে দীক্ষাস্নাত হয়, সে বিধান অনুসারে ও সুসমাচার অনুসারেও শুচি বলে গণ্য: বিধান অনুসারে, কারণ মোশী হিসোপগাছের পাতা দিয়েই মেষশাবকের রক্তের উপর জল ছিটিয়ে দিতেন; সুসমাচার অনুসারে, কারণ—সুসমাচারে যেভাবে খ্রীষ্ট আপন পুনরুত্থানের গৌরব দেখালেন—তাঁর পোশাক তুষারের মতই শুভ্র ছিল। যার দণ্ড মোচন করা হয়, সে *তুষারের চেয়েও* শুভ্র *হয়ে ওঠে।* এজন্য ইসাইয়া দ্বারাও প্রভু বলেন, *তোমাদের পাপ সিঁদুরে লাল হলেও আমি সেগুলিকে তুষারের মত শুভ্র করে তুলব।*

৩৫। *নবজন্মের প্রক্ষালন দ্বারা* তেমন পোশাক ধারণ করে মণ্ডলী পরম গীতে বলে: *আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, কিন্তু সুন্দরী।* মানবদশার দুর্বলতা হেতু আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, অনুগ্রহ হেতু আমি সুন্দরী; পাপীদের নিয়ে গঠিত বিধায় আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, বিশ্বাসের সাক্রামেন্ত গুণে আমি সুন্দরী। তেমন পোশাক দেখে যেরুসালেমের কন্যারা মুগ্ধ হয়ে বলে ওঠে: *এ কে, যে শুচিশুভ্র হয়ে আরোহণ করছে?* আগে সে কৃষ্ণাঙ্গিনীই ছিল, কেমন করে হঠাৎ শুভ্র হয়ে উঠল?

৩৬। যখন খ্রীষ্ট পুনরুত্থান করেছিলেন, তখন স্বর্গদূতেরাও সন্দেহ পোষণ করেছিলেন; স্বর্গের সেই পরাক্রমবৃন্দ সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যখন তাঁরা দেখছিলেন মাংস স্বর্গে আরোহণ করছেন। সেসময় তাঁরা বললেন, *এই গৌরবের রাজা, তিনি কে?* তাঁদের কয়েকজন বলে উঠলেন, *হে নেতৃবৃন্দ, উত্তোলন কর শির! উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার! প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।* একইভাবে ইসাইয়ার পুস্তকেও আমরা দেখি যে স্বর্গের পরাক্রমবৃন্দ সন্দেহ পোষণ করে বলেছিলেন, *ইনি কে, এদোম থেকে যিনি আরোহণ করছেন? বসোর থেকেই আগত তাঁর রক্তবর্ণ বসন। ইনি কে, আপন শুভ্র পোশাকে যিনি উজ্জ্বল?*

৩৭। নবী জাখারিয়ার পুস্তকেও এবিষয়ে পড়তে পার যে, যে মণ্ডলীর খাতিরে খ্রীষ্ট *কলঙ্কপূর্ণ পোশাক* পরিধান করেছিলেন, শুভ্র পোশাকে পরিবৃতা তাঁর সেই আপন মণ্ডলীকে দেখে, অর্থাৎ নবজন্মের প্রক্ষালনে ধৌতা ও শুচি প্রাণকে দেখে তিনি বলেন, *আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার! কেমন সুন্দরী তুমি! তোমার চোখ দু'টো কপোত স্বরূপ;* আর প্রকৃতপক্ষে পবিত্র আত্মা কপোতের মতই স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন। চোখ দু'টো সুন্দর, কেননা—যেমন উপরে বলেছি—কপোতের মতই পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন।

৩৮। আর পরবর্তী পদগুলোতে আমরা পড়ি: *তোমার দাঁত লোমকাটা এমন মেষপালের মত যা স্নান করে উঠে আসছে: তারা সকলে গর্ভে যুগ্ম বাচ্চা ধারণ করে আছে, একটাও বন্ধ্যা নয়। তোমার ওষ্ঠ সিঁদুরলাল ফিতা স্বরূপ।* এ সামান্য প্রশংসা নয়! প্রথম, লোমকাটাদের সঙ্গে সেই মনোরম তুলনার জন্য; কেননা আমরা জানি যে ছাগগুলো বিনা ঝুঁকিতেই উচ্চস্থানে খাবার খায় ও সেইসঙ্গে ভঙ্গুর যায়গায় খাবার পায়। দ্বিতীয়, তাদের লোম একবার কাটা হলে তারা সেইসব কিছু থেকে মুক্ত যা নিষ্প্রয়োজন। মণ্ডলীকে তেমন মেষপালের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কেননা তার মধ্যে সেই সকল প্রাণের বহু সদগুণ রয়েছে যারা প্রক্ষালনের মধ্য দিয়ে নিষ্প্রয়োজন যত পাপকর্ম ছেড়ে দেয় এবং খ্রীষ্টকে অর্পণ করে সেই রহস্যাবৃত বিশ্বাস ও নীতিগত অনুগ্রহ যা প্রভু যীশুর ক্রুশের কথা ঘোষণা করে।

৩৯। তাদেরই মধ্যে মণ্ডলী সুন্দরী! এজন্য ঈশ্বর যিনি, সেই বাণী তাকে বলেন, *সখী আমার, তুমি সুন্দরতমা, তোমাতে কালিমা নেই,* কেননা যত দণ্ড ডুবিয়ে দেওয়া হল। *লেবানন থেকে এখানে এসো, কনে আমার; লেবানন থেকে এখানে এসো। বিশ্বাসের সূত্রপাত থেকে তুমি পার হয়ে যাবে ও এগিয়ে চলবে;* কেননা জগৎকে প্রত্যাখ্যান করে মণ্ডলী ক্ষণস্থায়ী সবকিছু পার হয়ে খ্রীষ্টের কাছে এগিয়ে চলল। আরও, ঈশ্বর যিনি, সেই বাণী তাকে বলেন, *হে ভালবাসার পাত্রী, নানা আমোদের মধ্যে তুমি কেমন সুন্দরী ও মনোহরা! তুমি খেজুরগাছের মত উচ্চ; তোমার কুচযুগল আঙুরগুচ্ছের মত।*

৪০। আর মণ্ডলী তাঁকে উত্তরে বলে, আহা ভ্রাতা, *কে তোমাকে আমাকে দান করবে? সেই তুমি, আমার মাতার বুক যাকে লালন করেছে! তোমাকে বাইরে পেয়ে আমি চুম্বন করব, আর কেউই আমাকে তুচ্ছ করবে না। তোমাকে ধরে আমি আমার মায়ের ঘরে নিয়ে যাব, তাঁর সেই গোপন কক্ষে যেখানে তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করলেন। তুমি আমাকে সবকিছুতেই দীক্ষিতা করবে।* তুমি তো দেখতে পাচ্ছ অনুগ্রহদানগুলোর উপহারে প্রীতা হয়ে মণ্ডলী অন্তরতম রহস্যগুলো পাবার ও তার নিজের সমস্ত অনুভূতি খ্রীষ্টের কাছে পবিত্রীকৃত করার আকাঙ্ক্ষা করে। সে এখনও খোঁজ করছে, এখনও ভালবাসা জাগাচ্ছে, এবং যেরুসালেম-কন্যাদের অনুনয় করছে তারাও যেন তার হয়ে সেই ভালবাসা জাগায়; সে এমনটি কামনা করে যাতে তার বর তাদের সৌন্দর্যে অর্থাৎ বিশ্বাসী প্রাণদেরই সৌন্দর্যে তার নিজের প্রতি অধিক গভীরতর প্রেমে উদ্দীপিত হন।

৪১। এতে প্রভু যীশু নিজে তেমন একাগ্র ভালবাসা দ্বারা এবং তেমন শালীনতা ও বিনয়ের সৌন্দর্য দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে—যেহেতু এখন আর কোন অন্যায়-অপরাধ প্রক্ষালিতদের কলুষিত করে না—মণ্ডলীকে বলেন, *তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর, সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহুর উপর;* এর অর্থ: সখী আমার, তুমি সুন্দরতমা, তোমাতে কোন কিছুর অভাব নেই; আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর, যেন তোমার বিশ্বাস সাক্রামেন্তের পরিপূর্ণতায় উজ্জ্বল প্রকাশ পায়। তোমার কাজকর্মও উজ্জ্বল হোক ও সেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ব্যক্ত করুক যাঁর প্রতিমূর্তিতে তোমাকে গড়া হয়েছিল। তোমার ভালবাসা যেন কোন নির্যাতন দ্বারা দুর্বল না হয়, সেই যে ভালবাসাকে জলরাশিও নিভাতে পারে না, নদনদীও নিমজ্জিত করতে পারে না।

৪২। ফলে স্মরণে রাখ যে, তুমি আত্মার সীলমোহর গ্রহণ করেছিলে: সেই প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও ভক্তির আত্মা, ও প্রভুভয়ের আত্মা গ্রহণ করেছিলে, তবে যা গ্রহণ করেছিলে তা রক্ষা কর। পিতা ঈশ্বর তোমাকে সীলমোহরে চিহ্নিত করলেন, খ্রীষ্ট প্রভু তোমাকে বলবান করলেন, ও—যেমন প্রেরিতদূতের পাঠ থেকে শিখতে পেরেছ—সেই প্রভু *অগ্রিম হিসাবে* তোমার *হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।*

নবদীক্ষিতদের কাছে খ্রীষ্টপ্রসাদ দান

৪৩। এভাবে ধৌত হয়ে ও তেমন সুসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নবদীক্ষিতের দল খ্রীষ্টের বেদির দিকে অগ্রসর হতে হতে বলে: *আমি যাব পরমেশ্বরের বেদির কাছে, আমার আনন্দের, আমার পুলকের ঈশ্বরের কাছে।* কেননা প্রাচীন ভুল-ভ্রান্তির শেষাংশ ত্যাগ ক'রে *ঈগলের যৌবনে নবায়িত হয়ে* তারা স্বর্গীয় ভোজে আসন নিতে দ্রুতপদে

এগিয়ে যায়। এসে তারা পরমপবিত্র বেদি সুসজ্জিত অবস্থায় দর্শন করে বলে ওঠে, *আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ অন্নভোজ*। এই নবদীক্ষিতের দলের কথা ইঙ্গিত করেই তো দাউদ বলেন: *প্রভু [মেষ] আমাকে পালন করেন; অভাব নেই তো আমার; আমায় তিনি শুইয়ে রাখলেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে, আমায় নিয়ে গেলেন সঞ্জীবনী জলের কূলে*। পরে তিনি আরও বলেন: *মৃত্যু-ছায়ার উপত্যকাও যদি পেরিয়ে যাই, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করব না, তুমি যে আমার সঙ্গে আছ। তোমার যষ্টি, তোমার পাচনি আমাকে সান্ত্বনা দিল। আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ অন্নভোজ আমার শত্রুদের সামনে; আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত করেছ; আর তোমার উত্তেজনাময় পানপাত্রটি, আহা, কেমন উৎকৃষ্ট!*

৪৪। এবার আমাদের সতর্কই হওয়া দরকার, যেন এমনটি না ঘটে যে কেউ কেউ দৃষ্টিগোচর এই সমস্ত কিছু দে'খে (যেহেতু যা কিছু দৃষ্টিগোচর নয় তা দৈহিক চোখ দ্বারা দেখা যায় না, উপলব্ধিও করা যায় না) বলে ওঠে, ঈশ্বর ইহুদীদের উপর বর্ষণ করলেন মান্না ও ভাড়ুই পাখি, কিন্তু তাঁর ভালবাসার পাত্রী মণ্ডলীর জন্য তা-ই প্রস্তুত করে রাখলেন যা বিষয়ে লেখা আছে, *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন*। সুতরাং, কেউ যেন তেমন কথা না বলে, সেজন্য আমরা যথাসাধ্যই চেষ্টা করব এবিষয়ে প্রমাণ দিতে যে, মণ্ডলীর সাক্রামেন্তগুলো [ইহুদী] সমাজগৃহের সাক্রামেন্তগুলোর চেয়ে প্রাচীন এবং মান্নার চেয়েও উৎকৃষ্ট।

৪৫। আদিপুস্তকের যে পাঠ আমরা একটু আগে শুনেছি, তা স্পষ্টই দেখায় যে মণ্ডলীর সাক্রামেন্তগুলো অধিকতর প্রাচীন, কেননা সমাজগৃহ মোশীর বিধান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু যিনি শত্রুদের উপর জয়ী হয়ে নিজের ভাগ্নেকে উদ্ধার করার পর বিজয়ে আনন্দ করতে করতে মেল্কিসেদেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছিলেন, [মোশীর চেয়ে] সেই আব্রাহাম ছিলেন আরও প্রাচীনকালের মানুষ; সেসময় মেল্কিসেদেক এমন কিছু উপস্থাপন করেছিলেন যা আব্রাহাম ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। আব্রাহাম যে সেইসব কিছু উপস্থাপন করেছিলেন এমন নয়, সেই মেল্কিসেদেকই তা উপস্থাপন করেছিলেন যাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে শাস্ত্রে বলে, তাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, তাঁর জীবনের আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও নেই, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের মত, এবং যাঁর বিষয়ে হিব্রুদের কাছে পল বলেন, *তিনি সর্বকালের মত যাজক হয়ে থাকেন*। বাইবেলের লাতিন অনুবাদে তিনি ধর্মরাজ ও শান্তিরাজ বলেই অভিহিত।

৪৬। তিনি প্রকৃতপক্ষে কে, তুমি কি তা বুঝতে পার? একটি মানুষ যখন নিজে থেকে প্রায়ই ধর্মপ্রাণ হতে পারে না, তখন সে কি ধর্মরাজ হতে পারে? যখন সে প্রায়ই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, সে কি শান্তিরাজ হতে পারে? তিনিই সে-ই, নিজ ঈশ্বরত্ব অনুসারে যাঁর মাতা নেই যেহেতু তিনি পিতা ঈশ্বর থেকেই সঞ্জাত ও পিতার সঙ্গে একই সত্তার অধিকারী; নিজ মাংসধারণ অনুসারে যাঁর পিতা নেই যেহেতু তিনি কুমারী থেকেই জন্ম নিলেন; যাঁর জীবনের আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও নেই যেহেতু তিনি নিজেই সবকিছুর আরম্ভ ও অন্ত, তিনি নিজেই প্রথম ও শেষজন। সুতরাং, যে সাক্রামেন্ত তুমি গ্রহণ করেছ, তা মানুষের নয়, ঈশ্বরেরই এক দান; এমন দান যা তাঁর দ্বারা উপনীত যিনি বিশ্বাসের পিতা আব্রাহামকে আশীর্বাদ করলেন, যাঁর অনুগ্রহ ও কর্মকীর্তিতে আমরা বিস্মিত।

৪৭। ইতিমধ্যে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে মণ্ডলীর সাক্রামেন্তগুলোই প্রাচীনতম। এবার একথা জেনে নাও যে সেগুলো উৎকৃষ্ট। এ সত্যিকারে আশ্চর্যেরই ব্যাপার যে ঈশ্বর পিতৃপুরুষদের উপর মান্না বর্ষণ করেছিলেন ও তাঁরা দিনে দিনে স্বর্গীয় খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। এজন্যই লেখা আছে: *মানুষ স্বর্গদূতদের রুটি খেয়েছিল*। অথচ যাঁরা সেই রুটি খেয়েছিলেন, তাঁরা সকলে প্রান্তরে মারা গেছিলেন। কিন্তু এই যে খাদ্য তুমি গ্রহণ করছ, এই যে *জীবনময় সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে*, তা অনন্ত জীবনের মূলশক্তি দান করে, আর যে কেউ তা খায়, *অনন্তকালেও তার মৃত্যু হবে না*, কারণ এ রুটি হল খ্রীষ্টের দেহ।

৪৮। এবার বিবেচনা করে দেখ, কোনটা অধিক উৎকৃষ্ট: স্বর্গদূতদের রুটি না সেই খ্রীষ্টের মাংস যা জীবনদায়ী দেহ? মান্না স্বর্গ থেকে আগত, এ রুটি স্বর্গের ঊর্ধ্বেই বিরাজিত; সেটা স্বর্গীয়, এটি স্বর্গের প্রভুর;

পরদিনের জন্য রাখলে সেটা ক্ষয় হয়ে যেত, এটি সমস্ত ক্ষয় থেকে মুক্ত, ও যে কেউ তা ভক্তিভরে আস্বাদন করে, সে ক্ষয় দেখতে পারবে না। পিতৃপুরুষদের জন্য জল শৈল থেকে নির্গত হয়েছিল, তোমার জন্য রক্ত খ্রীষ্ট থেকেই নির্গত হল; জল তাঁদের পিপাসা ক্ষণিকের মতই মিটিয়ে দিয়েছিল, রক্ত তোমাকে অনন্তকালের উদ্দেশেই ধৌত করে। ইহুদী জল পান করে কিন্তু তবুও তার তেষ্টা পায়, সেই রক্ত পান করলে তোমার আর তেষ্টা পেতে পারবে না—এক কথায়, সেকালের সমস্ত কিছু প্রতীকাকারে ঘটেছিল, এ সমস্ত কিছু বাস্তবেই ঘটছে।

৪৯। যা দেখে তুমি মুগ্ধ হও, তা যখন প্রতীকমাত্র, তখন কত না মহত্তরই সেই বাস্তবতা যার প্রতীক দেখে তুমি মুগ্ধ। পিতৃপুরুষদের বেলায় যা ঘটেছিল, তা যে প্রতীকমাত্র, সেবিষয়ে এবাণী শোন: *তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রীষ্ট! কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি প্রভু প্রসন্ন হননি, ফলে তাঁদের মৃতদেহ প্রান্তরে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেওয়া হল। এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরেই দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল।* যেটা অধিক উৎকৃষ্ট, তা জানতে পেরেছ: কারণ ছায়ার চেয়ে আলোই শ্রেয়, প্রতীকের চেয়ে সত্যই শ্রেয়, স্বর্গ থেকে আগত মান্নার চেয়ে তার নির্মাতার দেহই শ্রেয়।

৫০। হয়তো তুমি বলবে, আমি তো অন্য কিছু দেখছি! কেমন করে তুমি আমাকে নিশ্চিত করতে পার যে আমি যা গ্রহণ করেছি তা খ্রীষ্টের দেহ? আর আসলে এটি সেই শেষ বিষয় যা সম্পর্কে আমাদের প্রমাণ দিতে হবে। কোন্ ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারি যাতে প্রমাণ দিতে পারি যে যা গ্রহণ করি তা প্রকৃতি গড়েনি বরং তা আশীর্বাদই পবিত্রীকৃত করেছে! আর প্রকৃতির শক্তির চেয়ে আশীর্বাদেরই শক্তি মহৎ, কেননা আশীর্বাদ গুণে প্রকৃতির নিজেরই পরিবর্তন ঘটে

৫১। মোশী একটা লাঠি হাতে রাখছিলেন: তিনি মাটিতে ফেললেই তা সাপ হল। পরে তিনি সাপের লেজ ধরলেই তা আবার লাঠির প্রকৃত অবস্থায় ফিরে গেল। তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, নবী-পদের গুণে দু' ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল: সাপের প্রকৃতিরও পরিবর্তন, আবার লাঠির প্রকৃতিরও পরিবর্তন। মিশরের যত নদী শুদ্ধই জলস্রোত ছিল, হঠাৎ সেগুলোর উৎসের শিরা থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগল, তাতে কেউই নদীর জল আর পান করতে পারছিল না। আরও, নবীর প্রার্থনায় রক্তস্রোত থেমে গেল এবং জলের প্রকৃতি ফিরে এল। হিব্রু জনগণ চারদিক থেকেই আটকানো অবস্থায় ছিল: একদিকে মিশরীয়রা, অপরদিকে সাগর তাদের চাপ দিচ্ছিল: মোশী তাঁর সেই লাঠি উচ্চ করলেই জল দু' ভাগ হল ও এক দেওয়ালই যেন শক্ত হয়ে দাঁড়াল, তাতে ঢেউয়ের মধ্যে তাদের পায়ের জন্য একটা পথ দেখা দিল। যর্দন নদী উজানে বইতে বাধ্য হওয়ায় নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধেই নিজ উৎসের দিকে ফিরে যেতে লাগল। এতে কি একথা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় না যে, সমুদ্রের ঢেউয়ের ও নদীর স্রোতের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছিল? পিতৃপুরুষদের সেই জনগণের পিপাসা পেয়েছিল, মোশী সেই শৈলকে স্পর্শ করলেন, আর শৈল থেকে জল নির্গত হল। তাই অনুগ্রহ কি এমন ফল ফলায়নি যা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ যাতে শৈল সেই জলকে বইয়ে দেয় যা প্রকৃতি অনুসারে শৈলে থাকে না? মারার জলাশয় এতই তিক্ত ছিল যে পিপাসিত সেই জনগণ সেই জল পান করতে পারছিল না। মোশী সেই জলে একটা কাঠ ফেললে জল সেই তিক্ততা হারাল যা অনুগ্রহই সহসা প্রশমিত করল। নবী এলিসেয়ের সময়ে নবী-সন্তানদের একজন নিজ কুড়ালের মাথা হারিয়ে ফেলেছিল, আর সেই মাথা জলে ডুবে গেছিল। সেই লোহা যে হারিয়ে ফেলেছিল, সে এলিসেয়কে অনুনয় করল, আর তিনি জলে এক টুকরো কাঠ ফেললেই লোহাটা ভেসে উঠল। এই ঘটনাও আমরা স্পষ্টভাবেই দেখি প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে ঘটেছিল, কেননা জলের চেয়ে লোহার প্রকৃতি বেশিই ভারী।

সাক্রামেন্তগুলো খ্রীষ্টের বাণী দ্বারাই সাধিত

৫২। আমরা অনুভব করি, প্রকৃতির চেয়ে অনুগ্রহই অধিক কার্যকর; অথচ আমরা কেবল এক নবীরই আশীর্বাদের অনুগ্রহের কথা বলে এসেছি। আর যখন নবী অর্থাৎ মানুষেরই আশীর্বাদ এত প্রভাবশালী যে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়, তখন যে আশীর্বাদে ত্রাণকর্তা প্রভুর নিজেরই বাণী ক্রিয়াশীল, ঈশ্বরেরই সেই আশীর্বাদের বেলায় কী বলব? কেননা এই যে সাক্রামেন্ত তুমি গ্রহণ কর, তা খ্রীষ্টের বাণী দ্বারাই সাধিত। যখন

এলিয়ের বাণী এতই প্রভাবশালী ছিল যে স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে দিল, তখন কি খ্রীষ্টের বাণী পদার্থের স্বরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না? বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে তুমি একথা পড়েছ যে, *তিনি কথা বলতেই সবই গড়ে উঠল, তিনি আজ্ঞা দিতেই সবই সৃষ্ট হল।* সুতরাং খ্রীষ্টের বাণী যখন যা অস্তিত্ববিহীন ছিল, তা শূন্য অবস্থা থেকে অস্তিত্বমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে, তখন সেই বাণী কি অস্তিত্বমণ্ডিতই একটা পদার্থ অন্য কিছুতেই রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে না, যা আগে অন্য রকম ছিল? কেননা একটা কিছুর প্রকৃতি রূপান্তরিত করার চেয়ে কিছুকে নতুন প্রকৃতি দেওয়াটা কম সহজ ব্যাপার নয়।

৫৩। কিন্তু আমরা তর্কযুক্তি প্রয়োগ করছি কেন? এসো, তাঁর নিজেরই উদাহরণ প্রয়োগ করি, এবং মাংসধারণ-রহস্যের মধ্য দিয়ে রহস্যটি সত্য বলে প্রমাণ করি। প্রভু যীশু যখন মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন, তখন কি প্রকৃতির নিয়ম পালন করা হল? যদি প্রকৃতির নিয়ম অনুসন্ধান করি, তাহলে এ পাব যে, নরের সঙ্গে মিলিতা হওয়ার ফলেই নারী সন্তানের জন্ম দেয়। তবে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, কুমারী প্রকৃতির নিয়মের বাইরেই যীশুকে জন্ম দিলেন। আর আমরা যা দেখাই, তা হল কুমারী থেকে জাত সেই দেহ। তবে তুমি এখানেই কেন খ্রীষ্টের দেহে প্রকৃতির নিয়মের অনুসন্ধান কর, যখন স্বয়ং প্রভু যীশুই প্রকৃতির নিয়মের বাইরেই কুমারী থেকে জন্ম নিলেন? যা ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, যার সমাধি দেওয়া হয়েছিল, তা খ্রীষ্টের সত্যকার মাংস ছিল, ফলে এ সত্যিকারেই তাঁর মাংসের সাক্রামেন্ত।

৫৪। স্বয়ং প্রভু যীশুই ঘোষণা করেন, *এ আমার দেহ।* স্বর্গীয় বাণীর আশীর্বাদের আগে শব্দটা অন্য কিছু বোঝায়; পবিত্রীকরণের পরে তাঁর দেহই বোঝায়। তিনি নিজে আপন রক্তের কথা বলেন। পবিত্রীকরণের আগে তার একটা নাম আছে; পবিত্রীকরণের পরে তাকে রক্তই বলে। আর তুমি বল, 'আমেন,' যার অর্থ দাঁড়ায়, একথা সত্য। ওষ্ঠ যা উচ্চারণ করে, অন্তর তা ঘোষণা করুক! বাণী যা ধ্বনিত করে, হৃদয় তা উপলব্ধি করুক।

৫৫। তাই খ্রীষ্ট আপন মণ্ডলীকে সাক্রামেন্তগুলো দ্বারা চরান, যেগুলোর মধ্য দিয়ে প্রাণ বলবান হয়; এবং অনুগ্রহের পথে তার অগ্রগতি দেখে তিনি যুক্তিসম্মতভাবেই তাকে বলেন, *তোমার প্রেম কেমন মনোরম, বোন আমার, কনে আমার! তোমার কুচযুগল আঙুররসের চেয়েও কতই না তৃপ্তিকর! তোমার পোশাকের সুবাস সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্যের চেয়েও কতই না উৎকৃষ্ট! কনে, তোমার ওষ্ঠ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা বন্যমধু ঝরে পড়ে, তোমার জিহ্বার তলে রয়েছে মধু ও দুধ; তোমার পোশাকের সুগন্ধ লেবাননের সুগন্ধের মত। বোন আমার, কনে আমার, তুমি রুদ্ধ উদ্যান, তুমি রুদ্ধ জলাশয়, সীলমোহর-যুক্ত নির্ঝর।* এতে তিনি বোঝাতে চান যে, রহস্যটি তোমার কাছে সীলমোহরযুক্ত থাকবে যেন অসৎ জীবনের কোন কুকর্ম বা শুচিতা-সংক্রান্ত অবিশ্বস্ততা দ্বারা লঙ্ঘন করা না হয়; যেন এমন লোকদের মধ্যে প্রচারিত না হয় যারা তার যোগ্য নয়; যেন অসার বাচালতা দ্বারা অবিশ্বাসীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া না হয়। অতএব তোমার বিশ্বাসের রক্ষণাবেক্ষণ উত্তম হোক যাতে জীবনের ও নীরবতার অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

৫৬। এজন্যে মণ্ডলীও তেমন গভীর ও স্বর্গীয় রহস্যগুলো রক্ষা করতে গিয়ে নিজে থেকে যত তীব্র ঝড়ঝঞ্ঝা দূর করে দেয় এবং নিজের কাছে বসন্তকালীন অনুগ্রহের মধুরতা আহ্বান করে। এবং একথা জেনে যে তার উদ্যান খ্রীষ্টকে অসন্তুষ্ট করে না সে একথা বলে বরকে আমন্ত্রণ করে, *হে উত্তরে বাতাস, জাগ; হে দক্ষিণা বাতাস, তুমিও এসো! আমার উদ্যানে বও, আমার নানা সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ুক। আমার প্রেমিক নিজের উদ্যানে আসুন, তার সেরা ফল ভোগ করুন।* কেননা সেই উদ্যানে ভাল ও ফলদায়ী গাছ রয়েছে যেগুলো নিজ নিজ শিকড় পুণ্য জলকুণ্ডের জলে গাড়ল ও নবীন উর্বরতা লাভে এমন ভাল ভাল ফল উৎপন্ন করল যাতে নবীর কুড়াল দ্বারা সেগুলো আর কাটা দরকার হয় না, বরং সুসমাচারের ফলশালীতা লাভে ফল দেওয়ায় উপচে পড়বে।

৫৭। অবশেষে, তাদের ফলশালীতায় প্রীত হয়ে প্রভুও উত্তরে বলেন, *বোন আমার, কনে আমার, আমি আমার উদ্যানে এসেছি! আমার গন্ধনির্যাস ও সুগন্ধি দ্রব্য সংগ্রহ করেছি, আমার মধুর সঙ্গে আমার খাদ্য খেয়েছি, আমার দুধের সঙ্গে আমার পানীয় পান করেছি।* হে ভক্তজন সকল, বুঝে নাও কেনই বা তিনি খাদ্য ও পানীয়ের কথা বললেন। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি নিজেই আমাদের অন্তরে খান ও পান করেন, যেহেতু

তোমরা একথা পড়েছ যে, নিজেরই কথা ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, আমাদের অন্তরে তিনি কারাগারেই আছেন।

৫৮। ফলে মণ্ডলীও তেমন অনুগ্রহ দেখে নিজ সন্তানদের ও ঘনিষ্ঠজনদের প্রেরণা দেয় তারা যেন একসাথে সাক্রামেন্তগুলির দিকে ছুটে চলে; সে বলে, *হে আমার ঘনিষ্ঠজন সকল! খাও, পান কর; তৃপ্তির সঙ্গে পান কর, হে আমার ভাই সকল!* আমরা যে কী খাই ও পান করি, একথা পবিত্র আত্মা নবী দ্বারা তোমাকে অন্যত্র প্রকাশ করেছিলেন, তথা: *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়; সুখী সেই মানুষ, যে তাঁর আশ্রিতজন।* সেই সাক্রামেন্তে খ্রীষ্ট উপস্থিত, কারণ তা হল খ্রীষ্টের দেহ। ফলে সেই খাদ্য লৌকিক নয়, আত্মিক! এজন্য প্রেরিতদূতও সেই প্রতীক বিষয়ে বলেন: *আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন ও একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন।* বাস্তবিকই ঈশ্বরের দেহ আত্মিক দেহ, ও খ্রীষ্টের দেহ ঐশ্বরিক আত্মার দেহ, কারণ ঐশআত্মা হলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট, যেমনটি আমরা পড়ি: *আমাদের সম্মুখে যে আত্মা, তিনি স্বয়ং খ্রীষ্ট প্রভু।* এবং পিতরের পত্রে আমরা পড়ি, *খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।* শেষ কথা: এ খাদ্য আমাদের হৃদয় বলবান করে, এবং নবীর বাণী মত এ পানীয় *মানুষের হৃদয় আনন্দিত করে তোলে।*

৫৯। সুতরাং, সবকিছু অর্জন করে আমরা যেন এবিষয়ে নিশ্চিত থাকি যে আমরা নবজন্ম লাভ করেছি। আমরা যেন না বলি, কিভাবে নবজন্ম লাভ করেছি? আমরা কি নতুন করে আমাদের মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে নবজন্ম লাভ করেছি? এতে আমি প্রকৃতির নিয়ম দেখতে পারি না। কিন্তু যেখানে অনুগ্রহের উৎকৃষ্টতা রয়েছে, সেখানে প্রকৃতির নিয়ম থাকে না। আরও, প্রকৃতির নিয়মটাই যে সবসময় নারীকে গর্ভবতী করে এমন নয়, কেননা আমরা একথা স্বীকার করি যে, এক কুমারীই খ্রীষ্ট প্রভুকে গর্ভধারণ করেছিলেন, ও তাই বলে প্রকৃতির নিয়ম অস্বীকার করি। কেননা মারীয়া মানব-মিলনের ফলে গর্ভবতী হননি, বরং পবিত্র আত্মার প্রভাবেই তাঁর গর্ভধারণ ঘটেছিল, যেমনটি মথি বলেন, *তিনি গর্ভবতী হলেন, পবিত্র আত্মার প্রভাবে।* সুতরাং, যখন পবিত্র আত্মাই কুমারীর উপর নেমে এসে তাঁর গর্ভধারণ ঘটিয়েছেন ও জন্ম-প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল করেছেন, তখন অবশ্যই এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, জলকুণ্ডের উপর বা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে যারা তাদের উপর নেমে এসে তিনি বাস্তবই এক নবজন্ম ঘটান।